দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 NOV 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

৩০

28

শিক্ষাঙ্গনে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রসংগে

বিগত ১৮-১০-৯২ তারিখের দু'টি দৈনিক পত্রিকায় জনাব আবদুল মালেকের লিখিত "রাঃ বিঃ আরবী ও ইসলামিক স্টাটিজ বিভাগ" শীর্ষক চিঠিখানা পাঠ করলাম। তিনি উক্ত দু'টি বিভাগকে এক সাথে সংকুচিত করে রাখার ফলে বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার যৎকিঞ্চিত উল্লেখ করেছেন। এ প্রসংগে উক্ত বিভাগের আরও কয়েকটি সমস্যার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্তমান কোর্স পরীক্ষার পদ্ধতির ব্যবস্থাপনায় এ বিভাগের কোর্স এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় এ বিভাগের কোর্স এবং পরীক্ষা কমিটির সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের দ্বিগুণ। এ ছাড়া এ বিভাগের সাথে আধুনিক আরবী সার্টিফিকেট কোর্স নামে একটি অতিরিক্ত কোর্স চালু রয়েছে। ফলে বৎসরের ক্লাস চলাকালীন দিনগুলোতে (৮+৮+১)=১৭টি পরীক্ষা কমিটির কমপক্ষে (১৭×৩)=৫১টি মিটিং এবং (২১+২১+১)=৪৩টি কোর্সের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াও বিভাগীয় প্লানিং এবং একাডেমিক কমিটির মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য যেটুকু সময় দিতে পারেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। কখনও কখনও শিক্ষকমণ্ডলীর ব্যস্ততাজনিত ভুল ভ্রান্তি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গত বৎসর ইসলামী স্টাডিজ দ্বিতীয় বর্ষের ফলাফল চূড়ান্ত করার সময় দেখা যায় যে, একজন ছাত্রের শিক্ষক পিতা তারই পরীক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন। এ ভুলের কারণে পরীক্ষা কমিটি বা কমিটির সভাপতির কোন ক্ষতি না হয়ে নিপরাধ ছাত্রটির পরীক্ষা এবং ছাত্র জীবনের একটি মূল্যবান বৎসর নষ্ট হয়ে গেল।

এ যৌথ বিভাগের কাগজপত্রগুলো প্রেরিত হয় একই সভাপতির স্বাক্ষরে। ফলে বিভাগীয় অফিস ছাত্রাবাস ব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান অফিসে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নানাভাবে হয়রানি হতে হয়। বিভাগ পৃথক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভাগীয় শিক্ষকদের যে মতপার্থক্য রয়েছে তা সংক্রামিত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। ফলে দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে ছাত্র/শিক্ষকের স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। ফলে প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে ছাত্রদের মাঝেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষার সম্প্রসারণ কেন্দ্রে একটি বিশেষ বিভাগের প্রতি এহেন সংকোচন নীতি বজায় রাখার ফলে বিভাগীয় ১২শ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এ মুহূর্তেই তার বাস্তব সমাধান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করি।

এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় আরবী ও ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া স্বাভাবিক পন্থায় পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে এ দু'টি বিভাগকে অনতিবিলম্বে দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগের রূপ দেয়ার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ আশরাফুল আলম,
মুঃ ইনামুল করীম।

প্রসঙ্গ ঃ ছাত্র রাজনীতি

পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলালে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষের চিত্র ফুটে উঠে। তখন আমাদের সবার মনে হয় যে, এসব সংগঠনের লালন-পালন করে কারা? তাদের প্রতি মন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে যদিও আমাদের কিছু করার থাকে না। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল শেখ মুজিবের আমলে। তখনকার সময়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসীরা শেখ মুজিবের নাম করে চাঁদা আদায় আর লুটপাট করেছিল। তখনকার জনগণের মন ঘৃণায় ভরে উঠেছিল এবং অনুরূপ অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিল। যে মুজিবের মুক্তির জন্য বাঙ্গালীরা রোজা রেখেছিল সে মুজিবের পতনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিল। সেজন্য মুজিবের পতন হয়। যদি বঙ্গবন্ধু আরও সতর্ক হতেন অনুরূপ ঘটনা হয়ত ঘটতো না।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের অনুরূপ অত্যাচারে জনগণ জর্জরিত। এখনও সরকার যদি আরও সতর্ক না হন তাহলে অতীতের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। ইতিহাস তাই বলে।

ছাত্রদের পীঠস্থান হল বিদ্যালয়। পূর্বে ছাত্ররা রাজনীতি করতো মেধাবী ছাত্র ও সচ্ছল পরিবার থেকে। বর্তমানে ঘটনা অন্যরূপ। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কতগুলো সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিধৃত করা হল ঃ

১। ছাত্র রাজনীতি দলের কার্যকরী সংসদ সদস্য হতে হলে কোন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। অধ্যয়নে কোন বিরতি থাকলে সে কার্যকরী ছাত্র রাজনীতি দলের সংসদ সদস্য হতে পারবে না। উপরোপক্ত শর্তাবলী আরোপ করলে কোন ছাত্র কেবল বছর বছর একই ক্লাস হতে, বিরাজ করে চাঁদা আদায় কিংবা সন্ত্রাসী কার্যে উৎসাহ প্রদান করতে পারবে না। দেশে সুস্থ রাজনীতির প্রচলন ঘটবে। এর ফলে দেশবাসী তথা ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

—গোলাম রশিদ আলী